প্রকাশক ঃ

শ্রীমতী পুষ্পরেণু সরকার

সি ১/৬ নর্থ কলোনী,

কানসবাহাল-৭৭০০৩৪ (উড়িষ্যা)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬০ ; ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

মুদ্রক ঃ

শ্রীঅজিতকুমার রায়

শ্রীসারদা প্রিন্টিং

৩১/১, ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

মানবদেবতা

গোধূলি বেলায়
        মিলেছিনু আমি তায়
মানব দেবতা
        অচেনার মাঝে ধায়।

পথের জনতা
        অবহেলে গৃহে ফিরি—
আলাপ জমায়
        প্রেয়সীর রূপ ঘিরি।

লোলুপ প্রমোদ
        ধ্রুবতারা আঁখি টানে
ভুলিনু কখন
        দেবতার বাণী কানে।

ফুরাল জীবন
        প্রেমফুল পড়ে ঝরে
কুলায় ফেরে কি
        ঝড় বাহি পাখি ঘরে।

তৃষিত কাতর
        ভারবহ হিয়া হায়
ব্যাকুল ফিরাতে
        প্রাণপ্রিয় দেবতায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তোমার সুন্দর ছন্দ নৃত্য তানে গানে
আনন্দে করিল পূর্ণ মানব হৃদয় ;
প্রকাশিলে পৃথ্বিমাঝে ভারত সভ্যতা
যোগ্য পুত্র তুমি বিশ্বে দিলে মাতৃ পরিচয়।

ধরণীরে বার্ত্তা দিলে মোরা ভাই ভাই
নই কালো সাদা আর ছোট বড় নই
মিলিয়া মিলায়ে হৃদয় হতে পারে জয়
আনন্দে ভরাতে পারি বিশ্বের হৃদয়।

হে শ্রেষ্ঠ! হে সুন্দর! আজ তুমি ইন্দ্রের অতিথি
সেথা তুমি করিতেছ দান সভামাঝে গান
সুরধনী ঝঙ্কারি মাধুরী উঠে অভ্রভেদী
উল্লাসে উর্ব্বশী মধু ভঙ্গিমায় দুলিছে দোলায়
অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি ভাসে নব নব রূপে
অমৃত হরষে মুগ্ধ নয়ানে দেবগণ দেয় করতালি।

'হালকু'

হালকু নাম তার মজতুর কারখানায়
বিনীত বিনম্র দীর্ঘ ইন্দ্রের রূপ তার।

দেহ ভরা পেশীগুলি একে একে গোনা যায়
তিন চার পাঁচ মণ অনায়াসে নিয়ে যায়।

শূন্যের দিকে বেশী বেতনটা ঝুঁকে থাকে
খাটুনি দিন রাত গায়ে তার নাহি লাগে।

দিন আনে দিন খায় আজ কাজ কাল যায়
হাসি ভরা মুখ তার ভারনত নাহি হয়।

মাঝে মাঝে চুপ চাপ দিঠি দেখে মনে হয়
বুকের ভেতরে যেন একেবারে হায় হায়।

টাকা নেই, কাজ নেই, গেটে দেয় ধর্ণা
নীরবে দাঁড়ায়ে থাকে মুখে নেই বায়না।

বর্ষার দিনে সেই এলোমেলো মেঘগুলো
পৃথিবীর কান্না বুক ভরে নিয়ে এলো।

হালকু মহীরুহ করেনাক দিকপাত,
তিন দিন অনাহারে বুক তবু দশহাত।

সব ধুয়ে গেছে পরে কাল মেঘ ধুলো মাঠ
শুধু ধুয়ে যায় নাই শব্দহীন আর্ত্তনাদ।

মন্ত্রীরাজা

তিনি এসেছিলেন আমাদের কারখানায়
রাস্তা ঘাট সব হয়েছিল পরিষ্কার
যেমন হয় উৎসবের দিনে।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশ হাত দূরে দূরে
পুলিশের লোক কখনও বা ছদ্মবেশে
কখনও বা সেজেগুজে ঘিরেছিল পথ
চোর ধরার মত।
লোকে অবাক হয়েছিল ধুম দেখে
কোথায় হয়েছে খুন জিজ্ঞাসে
কিম্বা কোন রাজা এসেছে এদেশে।
শুনে তারা আয়োজন, মন্ত্রী আগমনে
হেসে হেসে মরে।
বলে সেই 'ভুতো' যার তরে মোরা
দলে দলে ছুটেছিনু ভোটের জোগাড়ে
এখন হয়েছে তার অনেক বাহার
তুলেছে সে অট্টালিকা আটতলা আকাশ ছুঁয়েছে
ঠাকুমার গঙ্গা দিকে পা, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে
ভূতো এত টাকা পেল কোথা হতে।
বাপ তার পড়াত ইস্কুলে কোনমতে
চলে যেত দিন দুটি পেটে খেয়ে।
মন্ত্রীত রাজার তাঁবে থাকে, সেত রাজা নয়
স্বাধীনতা পরে উল্টে গেছে রীতি তায়
মন্ত্রী বুঝি হয়েছে রাজা, রাজা মরে গেছে
গণতন্ত্রবাদে।

বাঁচিবার সাধ

আমি যাব চলি
বলি যাব
অনন্ত আশার মাঝে
নিরাশার ছবি পেয়েছি কেবলি।

কোথা যেন
ঘৃণ্য তৃণ সম আমি বাড়িতে পারিনি
শুধু বাঁচি
বুকে ধরে অনন্ত আশার সাজি।

পরিহাস
শুধু বাঁচিবার সাধ
কোন সে আনন্দ
লভিয়া আস্বাদ!
আবার নিজেকে ফেরাই
সব ফাঁক তালি দিয়ে
স্বপ্নে ভরাই।

নিবৃত্তি

হঠাৎ কে যেন খুলিল দ্বার
উপরে অগাধ পরিধি
জীবন আর খোঁজে না প্রেম
প্রেম প্রাণে করে বসতি
কে খুলিল দ্বার উদার অপার
রুদ্ধ ছিল যেথা পিরীতি।

কলকাতা

তোমাকে বড় ভাল লেগেছিল
যবে অভিমানে আয়ত নয়ানে আরক্ত মুখে
বলেছিলে কলকাতা বড় বাজে
তবু কেন টানে জানি না।
স্তূপীকৃত জঞ্জাল চারিদিকে পথ পাশে
ফুটপাতে অগণিত জনতার বাস
বরষায় পথঘাট হাঁটু জলে ভরা চলা দায়
সারা রাস্তা বড় বড় গর্ত্তে ভরা
কিন্তু মহানগরীর হৃদয়ে কোন গর্ত্ত নেই
পুরো হৃদয় দিয়েই সকলকে টানে
সারা ভারতের ধনী দরিদ্র পক্ষপাতহীন
শুধু ভারকর্তা সি. এম. ডি. এ ও করপোরেশন
যেন জামাই শালা।

লোকগুলো বড় কালো কালো রোগা টিক টিক
অতীব গরীব বেশী কথা বলে ভাত খায় রাশি রাশি
চিংড়ী মাছের ঝোল পোস্ত চচ্চড়ি
সকাল বিকাল রকে বসে আড্ডা মারে
তর্কাতর্কি চেঁচামেচি হাতাহাতি প্রায় লেগে আছে
কিম্বা হাস্যরোল এত বেশী যেন ভয় করে
অথচ সহজ সরল প্রাণ সহজেই করে দান
রোখে অবিচার।

মিছিল লেগেই থাকে, বাসে ভিড়ে ভিড়
ছেলেমেয়ে ঘাড়ে পিঠে, তবু লোকে চড়ে ভালবেসে।
ফুটবল খেলা শেষে ট্রামে ঝোলে অগণিত বাদুড়ের মত।
থিয়েটার লেগে আছে আর্টশো কবিদের ভিড়
আর গানের আসর।

সিনেমায় ঢোকা অসম্ভব, কাফেতে জায়গা পাওয়া দায়
ছেলে মেয়ে ভিড় করে ছোট খাট প্রেম ইসারা
লেক পাড়ে পার্ক স্ট্রীটে গোরস্থানে ক্যাথেড্রালে কিম্বা
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, যার যেথা ভাল লাগে
অবাধ স্বাধীনতা।
কালিঘাট বেলুড়ের ভিড়ে
ভগবান পিছু পড়ে যায়।
কফি হাউস ধোঁয়া ভরা এত শব্দ কানে তালা লাগে।
এক কাপ কফি নিয়ে তুই ঘণ্টা ফ্যানের তলায়
অবাধ আড্ডা চলে অধিকারে বাধা দিতে
মালিকের সাহস কুলোয় না।
মেয়েরা অবাধ স্বাধীন
ঘোরে ফেরে যেথা সেথা ট্রামে বাসে ট্যাক্সিতে
একা একা, ভয় নেই ডর নেই বাজুক রাত্রি বারটা
যদিও দিনের বেলায় পথে ঘাটে পুলিশ খুন হয়।
শ্রীমতী বুক ঝাড়া দিয়ে বলে, বল দেখি
কে দেখেছে এমন মজার জায়গা।
দেখেছি নিউইয়র্ক দিল্লী সন্ধে হলে মেয়েরা বন্দী
সাহসে কুলোয় না রাস্তায় একা একা ঘোরা ফেরা করা।
ট্যাক্সি চড়তে বুকে কাঁপন আনে।
পুরুষেরা মেয়েদের অসম্মান হেলা ফেলা করে
পথে ঘাটে বাসে যেন সবাই বারাঙ্গনা।
হেথা আগমনী আগমনে আনন্দ হিল্লোড়
ঢাক ঢোল, চাঁদা তোলা বারোয়ারী পূজা
আলো ভীড় উৎসব উজ্জ্বল সাতদিন সারারাত
ঢেকে দেয় সব দুঃখ ক্ষুধা রোগ শোক অভিমান।
শক্তির উৎস কলকাতা স্বর্গ সমান
মর্ত্ত্যের দোষত্রুটি বুকে ধরে
আপন ঐতিহ্যে এগিয়ে চলে
তাই বুঝি ভাল লাগে বুকে টানে।

সাথী

সেই একই কথা
বার বার মনে হয়
তুমি এক হীরক।
কয়লা কিম্বা মাটিতে লুকিয়ে আছ
তোমার আলো বিস্ফুরিত হচ্ছে ও
মিশে যাচ্ছে সেই কয়লা বা মাটির মধ্যে।

হয়ত বা আমি সেই মাটি
হয়ত বা আমি সেই কয়লা
মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি
তোমার সেই দীপ্তিময়
মুখখানির দিকে বিস্ময়ে ও আনন্দে
যেমন পূর্ণ চাঁদ তাকিয়ে থাকে ধরিত্রীর দিকে
কিম্বা যেমন পুষ্প উন্মিলীত হয় প্রথম
সূর্য্য বিস্ফোরণে।

জানি তুমি কোনদিন ম্লান হবে না
তোমার মন্ত্রমুগ্ধ আলো কোন একদিন
ছড়িয়ে পড়বে দিক দিগন্তে
কিন্তু আমি মাটি আমি কয়লা
হয়ত বা সেদিন পাথর কিম্বা
পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

তাহোক, সেদিনও
তুমি আমার একান্ত
আমার সাথী।

নারী

স্বর্গের মহান ভাস্কর
কোন সন্ধিক্ষণে কালের আদিতে
পলে পলে সমূহ যতনে প্রেম অগ্নি জ্বালি
রচে ছিলে নারী মূর্ত্তি ক্ষুধিত পাষাণে।

প্রতি অঙ্গ আপনি বিকাশি
চঞ্চল করিল তোর অনু পরমাণু
মুগ্ধ হেরি আপন সৃষ্টিতে
প্রাণ দিলে মোহে তারে।

কি মোহিনী শোভাময়ী নারী
প্রতি অঙ্গ চুম্বক সমান মধ্য আকর্ষণে টানে
মর্ত্ত্য আনন্দের অপার আধার
পুরুষের চিত্ত বিমোহিত।

অকস্মাৎ ছাড়ি ধনুর্বাণ উন্মত্ত শিকারি
হিংস্র আঁখি রক্তা আভা তার
বিপদ উপেক্ষা করি পথ মাঝে হেরি তোরে
স্থির বিহ্বল কুতুহলে বিস্ময় বিভোর।

দামিনী চমকে উল্কাপাত ঝরে শূন্য হতে
বারিধির অবিশ্রান্ত ডাক বিরহের মেঘ মল্লার
নারে আকর্ষিতে পুরুষেরে, নক্ষত্র তারকা
লজ্জায় শোভাহীন ম্লান নারী কাছে হার মানি।

ধন্য নারী মরীচিকা প্রহেলিকা
অর্দ্ধ বিষ অর্দ্ধ সুধা তোর পান করি

পুরুষ হৃদয় ঊর্ম্মি ভঙ্গ তালে নাচে।
চক্রবৎ বৃত্ত করি অনন্ত কালের সাথে।

পুরুষেরে ধরা দিয়া অধরা চঞ্চলা
যোগভ্রষ্ঠ প্রাণে দিলে অতৃপ্ত বাসনা
স্বর্গ সিংহাসন লব্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঞ্চিত করিলি তারে
আর্ত্ত দেবগণ বিনাযুদ্ধে স্বর্গে বাস করে চিরতরে।

ওগো মায়াবিনী ; ঝিনুকের মাঝে মুক্তাসম
পুরুষেরে চির কারারুদ্ধ করি শোভাহীন
চির অন্ধকারে অর্দ্ধচেতনায় রেখেছ লুকায়ে
কোনদিন পাষাণ হৃদয় মুক্তি দিতে তায় জাগে না করুণা।

সন্ধ্যা তারা

ওগো সন্ধ্যা তারা
অজানা গান কেন গেয়ে যাও
আমার উদাস প্রাণে।

ওগো স্নিগ্ধ সন্ধ্যা
তড়িতের মত কেন চলে যাও
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে।

এসেছে আমার প্রিয়া
বহুদূর হতে এনেছে আমারে প্রাণে
প্রলয় নাচন গানে।

ওগো নিঠুর রাত্রি
মুছে সন্ধ্যা প্রেম আরতি
করেছ আমায় যাত্রী।

স্মৃতি

তোমাকে আর ভাল বাসি না
তবু স্মৃতির টানে ধড় ফড় করছি
কারণ জানি না।

এও কি সম্ভব
যে
তোমাকে ভালবাসি
কিন্তু
নিজেও জানি না।

সারা সকাল সারা দুপুর ধরে
খুঁজে বার করলুম
বম্বেতে
আমাদের সেই প্রথম বাসা
উনত্রিশ বছর বাদে
বার করলুম
সেই
কলেজ রোডের স্মৃতি
আর
আফ্রিকা হাউস
আকুলতায় গাঁথা
তোমার কাছে না হ'লেও
আমার কাছে
কেন তা জানি না।

খড়ফরানি থেমেছে
মনটা শান্ত হ'ল তেতলার ঘরটিকে দেখে
কিন্তু
কি চাই জানি না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি
ভাবছি সেই পশ্চিম বাড়ীর জানলায়
বাঈজীটার কথা
আর
পাসের ফ্লাটের সিন্ধি মেয়ের
পালক সাদা কাপড় ঢেউতোলা বুকের পর
ও তোমার আড়ষ্টতা।

ঝড়ে দোলা নারকল পাতার কাঁপন
দেখেছ কি কোন দিন
বুকের ভেতর ফাগুন আকাশে!
আবার সেই দোলা
কলেজ রোড, আফ্রিকা হাউস, কিংস সারকেল
ইরানীর দোকান।

এককাপ চা নিয়ে
আধঘণ্টা কাটালুম ইরানীর দোকানে
অস্ত রবির শিখা আকাশের বুক ছুঁয়ে
অধীর হয়ে পড়েছে
ব্যাকুল আলিঙ্গনে।

মনটা আলুথালু
না সংসারী না সন্ন্যাসী
কেন এমন হয় বুঝতে পারি না।

বুঝলে না

তুমি
বুঝলে না
সংসার ভাঙ্গা বাড়ী
মাটি ও থামে গড়া।

সুদ দিয়ে ধার করা টাকা দিয়ে
তাকে গড়া শেষ হয় না।

ইটগুলো
যেন দাঁত বার করে হাসতে থাকে
মালিকের ও গৃহিণীর
প্ল্যান আর পাগলামি দেখে।

সিঁড়ির ছাত ঢাকা পড়ে না
বছরের পর বছর
বরষার ঝড় ঝাপটা খেতে হয়
তবু বাড়ী পড়ে যায় না
কেন না
থামের ভিত আছে মাটির ভিতরে।

সারা জীবন ধরে
না খেয়ে না দিয়ে সব খুইয়ে
তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা যায় না।
দেওয়াল গুলো
যেন কুৎসিৎ ভারবহ ক্লান্ত
পাঁজরা বার করে রয়েছে
যেন অনেকদিন অভুক্ত।

শেওলা পড়া থাম
রাত্রে ভূত বলে মনে হয়
আর দিনে
যেন মরা শাল্ গাছ
নগ্ন শুষ্ক রসহীন
তবু মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।
তাকে ঘিরে
লতা গুল্ম উপরের দিকে উঠছে
ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে
নিজের আনন্দে।
আর
তাদের আঁকড়ে ধরে মাটি
আকণ্ঠ পিয়াস মেটাতে
বৃথাই চেষ্টা করছে
সংসারও তাই
তুমি বুঝলে না।
বিয়ের আগে
কৌতূহল স্বপ্ন প্রতীক্ষা
আর যাই হক
সংসার নয়
বিয়ের পরে
শিহরণ সম্ভোগ বিরহ
তাও সংসার নয়;
সংসার আশ্রয়
তুমি বুঝলে না।

মুজিব

ক্ষমা
কারে করো ক্ষমা
ফণীমনসারে।

যারা অগণিত
অসহায় শিশু নারী কুলবধূ
অনায়াসে
লোলুপ কামের উল্লাসে
পাশবিক অত্যাচারে
মিটায় জঘন্য ক্ষুধা
ক্ষমা
ক্ষমা তার নেই
কোন ধর্ম্মে কোন কালে।

গীতায় ভেজাল নেই
মানুষ এখনও দেবতা নয়
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভুলে গেলে

উদারতা, ক্ষমা
স্বর্গের আস্বাদ দেয়
তবু তাতে খাদ আছে।

তাই
সব পাপে ক্ষমা নেই
যদিও
সব ধর্মে ক্ষমা আছে।

অনেকে গেলেন
ঐ ভুলে
আর তুমিও।

ভয় হয় যদি কেউ
ঐ পথে ঘোরে ফেরে
কোন অছিলায়, কোন লোভে
কোন ভুল করে
অথবা
ধর্মের গোড়ামি ধরে।

হে বঙ্গবন্ধু
হে বিশ্ববন্ধু, মহাপ্রাণ
বিশ্ব মায়ের কোলে
সোনার বাংলা আজ
তোমার বিয়োগে
ব্যথাতুর
শোকে মূহ্যমান।

সবই শূন্য

তুমি কি গিয়াছ ভুলে
কুঁয়োটাকে !
নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে
শাল দেবদারু মহুয়ায় ভরা
যার কোলে বুকে ঝুলে
হয়তবা মাপতে
জীবনের শূন্যের পরিধি।

কি উত্তেজনা জাগাত শিহরণ
জোরে হাত ধরে কি রহস্যে
বারবার
ফিরে এসে ফিরে যেতে
কুঁয়োটার টানে।

তখন ও ফোটেনি বোল তোমার মুখেতে
শুধু হাসি চোখে ইসারায়
বোঝাতে কী এই দুনিয়ায়
সবই শূন্য কুঁয়োটার মত
তবু আছে ভাবনায় ভরা যেন শাঁসে জলে
সাময়িক তৃপ্তি দেয়
পূর্ণ করে মনের গুহাকে
তাই বুঝি কুঁয়া টানে।

এতটুকু

আমি কিছু চাই না
হয়তবা চাই এতটুকু সহযোগ।
তা যদি পাই না বেঁচে থাকা যায় না।

এতটুকু কান্না এতটুকু হাসি
যা বিনা জীবন হয়তবা উপোসী।

এতটুকু চোখ রেখে খোকা খেলে খেলনা
নিমেষে হারায় মাকে বুকে ভরে কান্না।

এতটুকু বাসা বেঁধে পাখী ফিরে নীড়ে
এতটুকু আশা নিয়ে সারাদিন ওড়ে।

এতটুকু অভিযোগ করেছিল রামভাই
দুখী বলে রাসান কার্ড কেরাণীরা দেয় নাই

বার বার ঘোরা ফেরা মিছিমিছি যাতায়াত
কাতর করেছে মন কেটেছে বিনিদ্র রাত।

চটুল চিকণ বাক্যে কেরাণীরা
ঘুষ চায়
দিবনা আগুন স্বরে হঠাৎ সে
বলে দেয়।
ঘরে ফিরি ক্ষুব্ধ [illegible]
দেবতারে দোষ দেয়
এতটুকু সহযোগ
না পেলে কি বাঁচা যায়

[illegible]

সে

আমি দেখেছি
সেই সন্ধিক্ষণে অন্ধকার কেটে
বকের মত সাদা আলো
আকাশের দীপগুলোকে নিভিয়ে দেয়।

সাথে সাথে
দিক দিগন্ত জুড়ে সেই আলো
ফেটে পড়ে মেঘের উপর
যেন আলোর আণবিক বিস্ফোরণ
জগতের সব রং তখন এসে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মেঘের উপর
আর জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই রং
ও আমার মন।

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চূড় জ্বলে ওঠে
ও আমার মন।

আলোর পরশ পেয়ে
আমি আনন্দে ভাসি
চলি আলোর সাথে সাথে
কোন অনির্দিষ্ট পথে
দিগ্বিজয়ে।

ক্ষণেক হলেও আমি তারি অপেক্ষায়
জীবন ভোর অপেক্ষারত।
সে আসে যায়
বিরহ বাড়ায়।

নিরঞ্জন

[গেরুয়া বসনে গিটার হাতে একটি অপরূপ সুন্দর কিশোর বয়স্ক বিদেশী চেকের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের সাধনাস্থল সাঁচিতে হঠাৎ দেখা হয়। নাম জিজ্ঞাসা করতে বলেন নিরঞ্জন। তারই উদ্দেশ্যে এই কবিতা]

নিরঞ্জন, তুমি এলে কোথা হতে
কে পাঠাল তোমারে
কোন অদৃশ্য হাত তোমার বুক ছুঁয়ে
জাগাল অসীম সাহস
নবীন কোমল দেহে কে পরাল
বৈরাগীর গেরুয়া বসন।
পৃথিবীর সব আশা কামনায়
সহজে নিবৃত্তি জানায়ে কিশোর বয়সে
প্রিয়তম বিপুল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি
সুদূর ভারতের সনাতন ধর্ম্ম অধিকারে
কেন এলে!
কোন বলে বলীয়ান তুমি
কোন বীর্য্যে নিরঞ্জন।
ঐশ্বর্য্যের অধিপতি অপূর্ব্ব মূরতি
কি পেয়েছ
দিলে বিসর্জ্জন সব কিছু
যাহা প্রিয় আমাদের কাছে ;
ঐ তব ঝঙ্কারিত গিটার সঙ্গীত!
কৃষ্ণের বাঁশী সম সব সখা
সখীদের করিছ মোহিত।
তোমারে বিদায় দিয়ে অসীমের পথে
অভাগা হৃদয় মোর পথ চেয়ে থাকে।

বিজয়া

বন্ধুরে মিলি পথে
সহাস্যে বিজয়া সম্ভাসে
জিজ্ঞাসে কেমন আছ ভায়া।
প্রত্যুত্তরে বলে আছি ভালই।
বিস্ময়ে বারেক জিজ্ঞাসে
সত্য কহ বন্ধু ছলনা করোনা।

প্রত্যুত্তরে বলে
ভাল না থেকে আছে কি উপায়
গৃহিণী দিয়েছে নোটিশ চলে যাবে ছেড়ে
দুচোখ যেথায় নিয়ে যায়
না হয় আশ্রমে
গুরুর কৃপায় দুটি খেতে পাবে।
তোমাদের অহেতুক অত্যাচার সহে
পেটে নাহি খেয়ে কেমনে কাটাই জীবন
অশান্তির মাঝে।

ঘরে চাল নেই স্ট্যাটিসটিক দিয়ে
ভরাতে চাও পেট।
ঘরে গম নেই কালোবাজার ভরেছে
তাই দিয়ে।
ঘরে তেল নেই
তেলিয়ে লাঘব কর খাদ্য সমস্যার।
বাজারে মাছ নেই বলি পিতৃ শ্রাদ্ধ কার!

সমাধিতে মন সবার
ব্যয় হয়েছে কত কোটি
শোক বিহারে তাঁর।

ক্লাবে চলছে টুইষ্ট প্রচার
নাচে মেয়ে নাচে নেতা আহা কি বাহার।
ক্ষণে ক্ষণে বিদেশ যাত্রা ধারের ঝুলি বয়ে
বেড়ে চলে ঘ্যানর ঘ্যানর প্রজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে।
রেডিও ফলাও করে বলে রাম রাজ্য হবে
ধান হবে ভুরি ভুরি
গম খেতে ভুলে যাবে বাঙ্গালী বাবুরা
ঘুষ দেওয়া নেওয়া উঠে যাবে
সোনায় সোহাগ হবে।
তুমি তাই নিয়ে বসে থাক
আকাশ পানে চেয়ে
আমি চলি দুচোখ যেথায় যায়।

বন্ধু
ভাল না লেগে আছে কি উপায়!

ভারত আক্রমণ

চীনেরা হানিল হানা
ভারতের বুকে শরতের শেষে।
সেই বার্তা প্রসারিল তড়িৎ প্রবাহে
ভারতের শেষ প্রান্তে।
উত্তেজনা ভরে চারিদিক স্তব্ধ সারাদেশ লজ্জা অপমানে
বর্বর লোলুপ চীন সাম্রাজ্য প্রসারে করি পণ
চিরতরে সবার অন্তরে হয়েছে অধম ঘৃণ্য হীন।
ক্রোধোন্মত্ত যুবাদল ছোটে যুদ্ধে যোগ দিতে।
রণসজ্জা সাজে সমস্বরে হাঁকে তারা ভারতের জয়।
মাতা জয়মাল্য পরায় সন্তানে
পূজা ঘর হতে দেবতার ফুল দিল তার বুক ছুঁয়ে
সহোদরা মৃত্যুঞ্জয় টিকা চিত্রিল ললাটে
প্রেয়সী প্রসারি দুবাহু বিদায় আলিঙ্গনে
জয়ডঙ্কা বিজয় বিষাণ উলুধ্বনি অভ্রভেদি উঠে।
বাহিরিল তারা দলে দলে পাশে পাশে সাথে সাথে
ভেদাভেদ পরিচয় হারায়েছে তারা দিন শেষে।
চলে তারা দ্রুতপদে শত্রু অন্বেষণে
নিস্তব্ধ রজনী পদধ্বনি প্রতিধ্বনি হানে
এই ধরণীরে যারা বেসেছিল ভাল
কাল তারা ঝরে যাবে প্রথম কুড়িতে
উষার কিরণ রক্তে মিশে হবে লাল
শরতের মেঘগুচ্ছ মালা দিবে গলে
বিদায় বিদায় নাহি নাহি ভয়
ভারতের হবে জয়।

নির্ভীক

ওরে মূঢ় কেন হোস পরাজিত
রজনীর শেষে আসে প্রভাত কিরণ
জাগায় শিশুর ঘুম মুখে ফোটে হাসি
দুর্ব্বা পরে মুক্ত হাসে আলোকের রাশি।

ওরে মূঢ় কেন হোস পরাজিত
বিচিত্র জীবন মাঝে অসংখ্য যে খেলা
হারজিত ওঠা নামা সোপানের শ্রেণী
কালের দীঘির তলে রহে নিমজ্জিত।

ওরে মূঢ় কেন হোস পরাজিত
সয়ে থাক পৃথিবীর কুটিল পীড়ন
সুদূর চলার পথ সুন্দর ভুবন
পূর্ণ করি আনন্দে তৃষিত অন্তর।

ওরে মূঢ় কেন হোস পরাজিত
চেতনার দোরে জোরে কর করাঘাত
রুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে ফেল প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে
প্রেম তীর্থে ভ্রমি পথ কৃপা করি ভর।

মনিকা

না না মনিকা
জানি
চির সত্য জানি
চাহনিক কোন প্রতিশ্রুতি
বাঁধনিক চিরস্থায়ী সেতু
দুর্লঙ্ঘ খরস্রোতা প্রেমনদী পাড়ে।

শুধু
বেসেছিলে ভাল যারে লেগেছিল ভাল।

তাই বুঝি
তব সবল স্নিগ্ধ প্রেম
সজল মেঘের মত
ঘিরে আছে আমার অন্তর।

আজও তাই
স্তিমিত জীবন শিখা
মাঝে মাঝে তোমার মর্মরে
দপ্ করে জ্বলে ওঠে
অনন্তের মাঝে।
রন্ধ্র হৃদয় মোর
ভেসে যায়
আলোয় আলোয়।

ভুল

জোর করে ওরা মাথা নত করে দিতে চায়
সামনে পারেনি পিছনে আঘাত হেনে যায়
পালিস করিয়া গোপন ছোরায় অলসে
বিঁধেছে ভুলায়ে পথের পথিকে ফলকে।

দল বেঁধে কেন শত্রুতা এত আয়োজন
লজ্জাহীনের হাহাকার হাসি অকারণ
এখন ওরাকি আঁধারেতে ঘরে ফিরিয়া
আপনারে করে বন্দি মনেরে ঘিরিয়া।

মাতার স্নেহ যতটুকু আমি পেয়েছি
আমিত তাদের সেই ভালবাসা দিয়েছি
বুকেত ওদের ভালবাসা ফুল ফোটেনি
ব্যথিত প্রাণে বিষাদের ছায়া টোটেনি।

বিক্ষোভ নিয়ে জীবন কি শুধু ভরেছে
শুধু কি তিক্ত অভিজ্ঞতাই লভেছে
শান্তির থেকে চলে গেছে ওরা বহুদূর
আপনার ভারে আপনি হয়ে ব্যথাতুর।

ভাঙ্গিয়া পড়িবে কোন সে আঘাতে হায়
যদিও ওরা উচ্চমাথা নত করে দিতে চায়
ক্ষমতা লোভীর দম্ভের কাছে না মানি হার
শাশ্বত প্রেমে ফুটিবে সে ফুল সে কি আর।

জীবন

বৌয়ের গায়ের গহনা
খাতির আনে।
মেয়ে মহলে কানা কানি হয়
খবর ছড়িয়ে পড়ে।
তবু
স্বামী স্ত্রী হানাহানি পিতৃশ্রাদ্ধ করে
বিনা নিদ্রা বিনা আশ্লেষে রাত কাটে দুঃশ্চিন্তায়।

বাজারে জিনিষের দাম বাড়ে
আগাছাগুলোর মত।
সরকার
অরূপের মতন শুধু দেখেন আর হাসেন
যেন ঠুঁটো জগন্নাথ
কিন্তু টেক্স আদায়ের বেলা
যেন জ্যান্ত নেকড়ে।
ফল হাতে হাতে
যে বাঁচে সে ঘুষের জোরে
কিম্বা মামার খাতিরে।

নবীন কবি
প্রদীপ জেলে নিজের হাত পাকায়
গিন্নী
নিয়ম মাফিক
নাকের জলে চোখের জলে চোবায়।

প্রেম

যদি মোর মনের কথা
মনেই বাঁধা রয়
কেমন করে কাটাব দিন
বিনা পরিচয়।

বাতাস যখন গন্ধে ভরা
মৌমাছি গায় গান
আমি তখন উদাস মনে
গাহি তোমার গান।

বিফল যদি হয় সে গান
অজানা রয় সুর
বীণার তারে নাই বাজে
আমার অমিল সুর।

তবু আমি এই আশাতেই
বিভোর রব প্রাণে
তোমার প্রেম আমার প্রাণে
বাজবে বেতার তানে।

শ্রীঅরবিন্দ

বরাভয় প্রাণে তুমিত দিয়েছ
হে জীবন দিশারী
কণ্টক পথ দলিয়া চলেছি
তোমারে স্মরণ করি।

দূরত্ব শুধুই বাড়িয়া যায়
রুধির কেবলি ঝরে
বিথারি অনল চারিদিক ঘিরি
বিদ্রূপ ইসারা করে।

ভয় পরাজয় ঢেউ ভাঙ্গি পড়ে
হৃদি অর্নব মাঝে
বিহ্বল চিত্তে কাণ্ডারী পানে
তাকাই করুণ চোখে।

ক্ষণিক দ্যুতি ইসারায় বলে
আমিত সাথেই আছি
নিঠুর আঘাত ভর করি চলে
সত্য পথের যাত্রী।

নেতাজী সুভাষ

দেশ প্রেম কারে বলে
সুভাষ সুভাষ।
ত্যাগ কাহারে বলে
সুভাষ সুভাষ।
সাহস কাহারে বলে
সুভাষ সুভাষ
ইংরাজে কাঁপালে কেবা
সুভাষ সুভাষ।
যেমনি কাঁপিত তারা
নেপো বেনো নামে

জিজ্ঞাসা

অধীর উদাস মন
কোথা যাও বয়ে
বৈশাখী পাগল ঝড়
আকুল কারে ছুঁয়ে
বাউল পথেই ঘোরে
অজানা কার খোঁজে
পায় কি সুর সাড়া
দিবস ক্লান্ত সাঁঝে
পাগল কোন সে হিয়া
নদীর ঢেউয়ে মিশে
মিলেছে কোন গাঁয়ে
অজানা কেনে দেশে।

গান

এত ছিল মোর প্রাণ
কত ছিল মোর গান
জীবন হৃদয় দ্বার
খুলেছিল বার বার
নিতুই নতুন তার
কতুহল অভিসার
পুলকে পলকে গানে
কত বিচিত্র তানে
ভরেছিল প্রাণ ধনে
এমনি জোয়ার টানে
বয়েছিল নদী বানে
সবই গেল কোথা উবে
কেইবা তা বলে দেবে।

সবই কী আসলে মিছে
ম্যাজিক আতস বাজি
ঘিরে ছিল মোর প্রাণ
বিদ্যুত ক্ষণ দান।

কিছুই হারায় না যে
সেই বোধও আসে ফিরে
রাতের বিলুপ্তি শুধু
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছেদ
প্রভাত আলোয় ফের
সবই যেন পাই ফিরে।

বিদ্যাসাগর

প্রথম প্রভাতে বাংলা ভাষাতে
দিয়ে ছিলে তুমি আলো
বিদ্যার অনন্ত তুমি বিদ্যাসাগর
ইহা শুধু নহে তব পরিচয়।

তেজস্বী নির্ভীক নির্মল
তুচ্ছ করি নিজ প্রাণ অন্ধকার রাতে
সন্তরিয়া দুরন্ত বর্ষা স্রোতে
পার হতে দামোদর মাতার দর্শনে
সেই শুধু নহে তব পরিচয়।

একদিন প্রকট জ্যৈষ্ঠের রোদে
অবসাদে ক্লান্ত শ্রান্ত মুটে মাথা হতে
তুলে নিয়েছিলে বোঝা আপন মাথায়
স্তম্ভিত হয়েছিল পথিকের দল
উচ্চারিয়া বলি উঠে দেবতা দেবতা
সেও শুধু নহে তব পরিচয়।

যেদিন হৃদয় তব জেগেছিল
মুক্তি দিতে অসহায় বিধবার নিঃসঙ্গ জীবন
ছিল যাহা শত শতাব্দির নির্য্যাতনে আর্তনাদে ভরা ;
হে মহান, হে মহীরুহ বিচ্ছুরি বিপুল শক্তি
ফিরে দিয়েছিলে বঞ্চিত নারীরে
মাতৃত্বের অধিকার
সেই বুঝি তব সত্য পরিচয়।

অমিল

ভাল বেসেছিনু এই ধরণীরে
বেসেছিনু আপনারে আর সকলেরে।
তবুও
পারিনি বোঝাতে ভালবাসা দিয়ে
আমার মনের কথা।
তাই
রয়ে গেছে মতভেদ
হয়নি মিল ভালবাসা দিয়ে।

কোথা ছিঁড়ে গেছে তার
বাঁধিতে পারিনি বীণা
উঠেছে অমিল সুর হারানর ব্যথা বয়ে
ভেসে নিয়ে গেছে মোরে
একা করে বাউলের গানে।

কেন এই খেলা তব
নির্মম নিষ্ঠুর দাও পরিচয়।
যদি তোমাতেই মিলে হয় জয়
তবে কেন করেছ সংসারী
নহে ত্যাগী নহে যোগী
নহে ব্রহ্মচারী।

৩

বিশ্বাস

হে ভগবান
তুমি কি গিয়াছ চলি
দৈত্যেরে বসায়ে তব সিংহাসনে
সত্যেরে করিতে খাটো
বীর্য্যবানে করি অবহেলা
শঠেরে দিতে তব ডালা।

মিথ্যা সেই কথা, যাওনি দেবতা
রয়েছ যতনে ধরি ধর্ম্ম দণ্ড তব।

যেমতি পালেন মাতা নিজ শিশু কোলে
অপূর্ব্ব সুন্দর করি তৃষিত হৃদয়
কর্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ আর সত্যের প্রয়াসী
সেই মত খেলা তব মানব হৃদয়।

তুলিতে মানব জাতি দূরিতে লাঞ্ছনা
দুঃখ দারিদ্র আর যন্ত্রণা পীড়ন
বিবর্ত্তনে পদে পদে আপনার জ্ঞানে।

দাঁড়াতে দুখের আর সুখের উপর
দেবরূপ মানবতা বিশ্বের মাঝারে।

সৈনিক ভানু

তোমার চিঠি পেলুম।
ঘৃণিত পাকিস্তান, আবার সীমা লঙ্ঘন করেছে
ছলে বলে কৌশলে আবার যুদ্ধ আরোপ করেছে।
চোরে চোরে মাসতুত ভাই চীনদের সহায়তা ও
সমর্থন নিয়ে বৃথাই অজেয় অস্ফালনে মত্ত হয়েছে।
সারা ভারতের নরনারী তোমাদের মুখ চেয়ে আছে
আমাদের বীর সন্তান, দেশ মায়ের
যারা আপমান করে তাদের মাথা নিও।

মনে রেখো
আজও তোমরা স্বয়ং মহাদেব আশ্রিত
মাতা শিবানীর শক্তিতে তোমরা রূপান্তরিত।
অসুরের বিপুল শক্তি তোমাদের মধ্যে জাগুক
শত্রুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করুক

মনে রেখো
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সারথী
তোমরা লক্ষ লক্ষ অর্জ্জুন শত্রু রক্তে
সুধা পান কর।

মাতা সেই রক্তে সীমন্তে সিঁথী
কপালে রক্ত টিপ, হস্তে রক্ত অসি
দেহে রক্ত বস্ত্র পরিধানে, বীর মহৎ
উদার সন্তানের শ্রেষ্ঠ দান গহণ করুন।

অসংখ্য উজ্জ্বল তারকার মত মাতার হৃদয় আকাশে
তোমরা আবহমান কাল বিরাজ কর।
মাতার আশীর্ব্বাদ রক্ষা কবচ গ্রহণ কর।

প্রাপ্তি

আমিত লইনি কিছু কাড়ি
তুমি যা দিয়েছ তাহা ছাড়ি।
শিশুতে মায়ের স্তন ধার
পেয়েছি অমৃত সুধা ভরি।

তারপর চঞ্চল বালকে
মিলায়ে দিলে সাথী সাথে
খেলেছি কত লুকোচুরি
কতবার উঠি আর পড়ি।
তুমিত খেলেছ সেই খেলা
আমিত ছিনু শুধু সাথী।

একদিন নিশীথ স্বপনে
শিহরণ জাগালে সে মনে
বালিকার হৃদে দিলে প্রেম
বাঁধিতে মোরে বাহু পাশে
আমিত পাইনি কিছু সাড়া
জেগে দেখি পড়ে গেছি ধরা।

তুমিত খেলেছ সেই খেলা
প্রেম আর প্রেমিকের মাঝে।
আমিত লইনি কিছু কাড়ি
তুমি যা দিয়েছ তাহা ছাড়ি।

রবিবার

বন্ধু বাড়ী যাই কখন সখন
যাই ভাল লাগে এখন তখন।
খোস গল্প চলে খাদ্য সমস্যার
কোটি যুক্তি ওঠে সমাধানে তার
এত কথা শেষে মুখ ব্যথা করে।
আগাছা মানুষগুলো কিবা কাজে লাগে
তেঁতুল পাতার মত ভিড় করে
রকে গলি মোড়ে
পথ চলা দায় গায়ে মাখামাখি হয়।
তারপর, বাজারে মাছের চড়া দর
অগাধ বিরক্তকর।
তার মাঝে খাবারের ডিস
কেষ্টা রেখে যায় ঠিক।
টাট্টা হাসি হট্টগোল তোলে রহস্যের রোল।
ভিটামিন পিল আর চুলেতে কলপ
গল্প পান টুপ টাপ আহার আলাপ
যৌবন উর্ব্বর করে ; আর বার পুরাণ
পরিবারে মনটা আকৃষ্ট করে।
বেলা বাড়ে, চলা ফেরা ফোড়নের শব্দ
ক্রমশঃ হয় নিস্তব্ধ ; হুঁস পড়ে মশগুল সভাতে
বাচালতা বন্ধ হয়।
কোন এক অদৃশ্য হাত এসে
পর্ব্ব শেষ করে।

FLASH

In my utter loneliness
I was roused from my
Deep unadulterated pain
By the sound of the ripples
From the distant sea.

For I recognised her laughter
Her joy of life sudden and rolling.

She penetreted my opaque mind
Like a single ray of hope
Rigid with bitter experience of life
Unto an ecstasy hitherto unknown.

OLD PAL

Old Pal is like an old feeling
Not timebarred nor a moment's trilling
Like a trusted watch keeps ticking
A pure delight on a sunlit morning.

অসুখী

(১)

কিছু সম্মান পেয়েছি
পূজা প্রেসিডেন্ট হয়েছি
রামলাল বেটা হেরেছে
দেমাক কিছুটা কমেছে
হাজার টাকা দিয়েছি
জন পরিচিত হয়েছি
তবু কেন নেই শান্তি
ভরেনা তো সুখে মনটি।

(২)

রকবাজ যত পেহ্লাদ
সারাদিন করে আহ্লাদ
টাক টাকা করে ছিঁড়ে খায়
লাইব্রেরী নাকি উঠে যায়
করুণ কাহিনী শুধু গায়
টাকা নিয়ে তবে ছেড়ে দেয়
তবু কেন নেই শান্তি
ভরেনা তো সুখে মনটি।

(৩)

স্ত্রীর অভিমান ঘুচাতে
বসনে ভূষণে ভরেছি
সব কিছু অবহেলে
পিছু পিছু তার ছুটেছি
প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি
সব দিয়ে তারে পূজেছি
তবু কেন নেই শান্তি
ভরেনা তো সুখে মনটি।

(৪)

একি অবিচার দেবতার
সেই কথা শুধু ভেবেছি
ধন দিয়ে নাহি কেনা যায়
যশ দিয়ে নাহি স্বস্তি
মান দিয়ে নাহি শান্তি
গাধার বোঝাটি সাথে নিয়ে ফিরি
শুধু আছে তায় ক্লান্তি
ভরেনা তো সুখে মনটি।

(৫)

দূর হতে ভেসে আসে দেববাণী
সবই করেছ স্বার্থে ও মোহে
প্রাণ খুলে কিছু দাওনি।

জীবনের পথে মানবের দুখে
প্রাণেত আঘাত লাগেনি।

দেবতার টাকা আপনার ভাবি
কিনেছ খেতাব পদবি
ঘৃণেছ গরীবে আপনার লোকে
ভেবেছ কৃপার প্রার্থী।

স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘিয়া আজি
দেবতার কৃপা মাননি
দেবতারে দূষে লাভ কিবা তায়
দেবতারে যেবা চাহেনি।

তোমার দান

যে দিন তুমি অরুণ আলোয়
ভবের খেলায় মাতিয়ে দিয়ে
দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিলে
আকাশ তারা পড়ল খসে
রূপ নিল মার মণিহার
ভুলিয়েছিলে প্রাণ, সেও তোমার দান।

হঠাৎ জীবন রাঙিয়ে ওঠে
প্রথম গোলাপ গন্ধে জেগে
সুরায় সুরে হারিয়ে গিয়ে
ফুলের উপর এলিয়ে দিয়ে
প্রমোদ গানে পাগল হয়ে
ভরেছিনু প্রাণ, সেও তোমার দান।

সন্ধ্যা বাতাস এল ধীরে
তোমার বার্ত্তা বয়ে নিয়ে
দেখাল সে খেলার মাঝে
তোমার শান্ত অরূপ ধ্যান
হৃদয় মাঝে তোমায় পেয়ে
গেয়েছিনু গান, সেও তোমার দান।

নিশা শেষে স্তব্ধ রাতে
খেয়া পারে কে যায় ডেকে
কাহার বাঁশী শুনি কানে
হৃদয় মাঝে আকুল করে
অচিন নেশায় ভরায় প্রাণ
এত মিলন গান, সেও তোমার দান।

বিদেশে

ভালবাসা ভুলে গেছি
আর ভুলে গেছি গান
অন্ধকারে মেঘ ঘোরে ফেরে
বর্ষার নাই অবসান।

বাসনায় ভাসে দুটি চোখ
চিনে চিনিতে পারি না
বিদেশেতে ভুলে গেছি তারে
বৃথা বিলাপ করি না।

জীবনের শেষ কটা দিন
বুঝি নগ্ন পরিহাস
নিরাশার মাঝে যেন ভাসে
এক গোপন আশ্বাস।

অন্ধকার মাঝে কারে খুঁজি
পরাজয়ে হতাশ হই না
অবসর মাঝে বাঁধি বীণা
অজানারে করি চেনা জানা

হার

প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থেমেছে
আকাশ বিষণ্ণ মেঘে ঘেরা
কত যে বেলা বোঝা দায়
পাশের বাড়ীর ফোড়নের শব্দ
তবু যে বেলা হয়েছে প্রমাণ পায়।
আজ এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছ!
দিনের আলোয় তোমার আলু থালু
চুলগুলি মুখটি ঘিরে বাদল হাওয়ায় খেলা করছে।
জান, তোমার নয়নের মণিপদ্ম সুন্দর সবুজ
এমনত হাজারেও একটা দেখি না।
আজ সেটা বুজে আছে আর একরূপ নিয়ে।
কাল মসী রেখা, নদীর মত এঁকে বেঁকে
তোমার বন্ধ চোখের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে
অপূর্ব্ব সে দৃশ্য।
আজ যেন তুমি অসংযত।
ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে তারা কি ভাববে।
বেলা অনেক হয়েছে তবু যেন তোমাকে
ওঠাতে ইচ্ছে করছে না; কি শান্ত তোমার চেহারা
অন্য লোক দেখে বলবে তুমি যাদু ঘরের প্রস্তর মূর্ত্তি যেন
অফিসের সময় হল, মেয়ে ইস্কুলে যাবে
ছেলেকে কৈ খাবার দিলে না!
কত তোমার কাজ
রোজ ভোর থেকে চিন্তা তোমায় ঘিরে থাকে।

তারা কি খেয়ে যাবে ; আমার অফিসের জামা কাপড়।
কৈ একদিনও ত লোকজনের উপর ভার দিয়ে
শান্ত থাকতে পার না কিন্তু
আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি উদাসীন।
কেন কেন অমন করে ঘুমচ্ছ !
ওঠ, ওঠ, তুমি কি আমার ডাকে উঠবে না !
তবে কি খোকনকে ডাকব খুকুকেও
তখন তোমার কত লজ্জা হবে নয় কি !
ওঠ, দেখ ম্লান সূর্য্যের একটি রশ্মি
তোমার মুখের উপর পড়ে খেলা করছে।
আজ যেন তুমি তাদেরই মনে হচ্ছে
আমার থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছ।
এখনও ঘুম, ছি ছি কখনও তোমায় দেখিনি এমন।
দেখ খোকা খুকি এসেছে তোমাকে ডাকছে
তারা তোমার গায়ে লতার মত জড়িয়ে
আদর করে ডাকছে ; শুধু তোমার হুঁস নেই।
একি তারা যে কাঁদছে তবু তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন।
জানি সংসারের চিন্তা ও পরিশ্রম
তোমাকে ক্লান্ত করে
আজ যেন মনে হচ্ছে তোমার ক্লান্তি মিটেছে।
ওঠ কি হল, আমার কথা ত কখনও অমান্য কর না
তবে আজ আমার শেষ অনুরোধ রাখ।
দেখ, খোকা খুকির কান্না দেখে মনে হচ্ছে
তারা ভয় পেয়েছে অধীর হয়েছে তোমার কিছু হয়েছে ভেবে
আমারও বুকের ভিতরটা কেমন করছে
যেন তল পাচ্ছি না।

তোমার একটা আওয়াজ হাঁ বা না
আমাকে কত তৃপ্তি দেয়।
কি হল, কেন এমন অভিমান করেছ।
আমিত তোমাকে সব দিয়েই ভাল বেসেছি।
একবার চেষ্টা কর কথা বলতে
আত্মার উপর ভর কর
আমরাও তোমাব সঙ্গে জোর দিচ্ছি।
মনে হচ্ছে তুমি একটু নড়লে
কিন্তু কৈ কথাত বললে না।
তবে কি তুমি আমাদের ফেলে চলে গেলে।
নিষ্ঠুর যমের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলে।
কেন, কেন যম এমন স্বেচ্ছাচারিতা করবে।
একি আমাদের প্রাতিটি মানুষের পরাজয় নয়।
আজ কি তোমার বিয়োগ বেদনা প্রতিটি
মানুষের বিয়োগ বেদনার সঙ্গে মিশ্রিত নয়।
আমাদের অসম্পূর্ণ চেতনার সুযোগ
নিয়েই কি যম এক এক করে
আমাদের পার্থিব সুখ শান্তি প্রেম থেকে
ছিন্ন বিছিন্ন করছেনা।
কেন, কেন একদিন আমাদের সমগ্র চেতনা
যমকে পরাভূত করতে পারবে না।
কেন, কেন, আজ এই অসময়ে আমার
পারিজাত ফুলের গাছটি শুকিয়ে গেল।

LULLABY

When I die
Keep a dim light behind my back.

Murmur the stillness of the air
By soft music in His Glory.

Touch me by the hand that was
Once young and tender.
And smoother me by a soft spot of clay
Of the mother Earth.

Whose fragnance and beauty
Enriched this life to endless path.

And love so deep and overwhelming
That faded out all other human love.

And yet, this human love pure and impure
Have left some prize invaluable
In my eternal heart.

Open the window, for the morning Sun
To kiss me last.
Weep not my loved ones
For we part.

বিদায়

মরণ যখন আসবে ওরে
নীরব হবে আশা
সকল প্রয়াস ব্যর্থ যেথা
বলতে শেষ ভাষা।

আর্দ্র চোখে দেখব শুধু
স্নেহের মুখ গুলি
মায়ের স্নেহ বাপের ত্যাগ
উঠবে মনে দুলি।

বৈশাখি ঝড় উঠবে তখন
হৃদয় কমল মাঝে
শুকনো পাতা পড়বে ঝরে
নূতন পাতার আশে।

মেঘগুলি সব উতল হবে
বিয়োগ উত্তেজনায়
বাদল এসে ভরিয়ে দেবে
মনের ধূলিকণায়।

নিরাশা যেন নাই ভরে
আমার হৃদয় পাত্র
বিয়োগ ব্যথা নাহি ভরে
কাতর আমার চিত্ত।

এসেছিনু সকাল বেলায়
কাটিয়ে সারাদিন
তোমাদের সভার মাঝে
বাজিয়ে ছিনু বীণ।

সুরটি উঠি পরশ যদি
দিয়ে থাকে প্রাণে
পাথেয় মোর তাতেই হবে
খেয়া পারের পরে।

অসীম সাথে সীমার খেলা
মিলবে ঈশান কোণে
দাঁড়িয়ে থেকো প্রভু তুমি
পথটি আমার চিনে।

ফুল্লি

ফুল্লি বড়লোকের মেয়ে।
বাপ তার অফিসার ভারত সরকারের দিল্লী সহরে।
দারুণ তাগিদ তার হিন্দি প্রচারে
স্বাধীনতা মূল্য কিবা মাতৃভাষা অবহেলে
উচ্চারিয়া বলে, বন্ধুর আসরে মিটিংএ বাজারে।
স্ত্রী তার পার্টিতে পারেনি মানাতে গেঁয়ো বটে সেই মেয়ে
ইংরাজী বলিতে পারে না কথিতে জড় সড় ভাবে চলে।
ঢোঁক নাহি গিলি পারেনা গিলিতে মার্টিনি কিম্বা জিন
কোকোকলা প্রিয় খায় চুষে চুষে অসময়ে রাতদিন।

রাজেন্দ্র রাগে স্ত্রীকে অবহেলে সুরাপান করে ঠেসে
শিফন শাড়ীতে আধুনিকা রুমা সাড়া দেয় মনে কসে।
গালে তার রুজ ঠোঁটে লিপস্টিক কাঁচুলি বাহারি বটে
কথা সুরচিত দেহ সুললিত চোখেতে তন্দ্রা আনে।
পার্টি অবসানে অতি দগ্ধ মনে সুরাসিক্ত প্রাণে ফিরি
বলে পরিবারে তুমি বড় ভূত চেপেছ আমার ঘাড়ে।

সাধ হল তার ফুল্লি মেয়েরে মিশনারী স্কুলে দেবে
বয়স থাকিতে বিদেশী ঠাট্টা পরিচয় করে নেবে।
পার্টিতে, নাচেতে সমান ভাবেতে নিজেকে মানায়ে নেবে
জনপ্রিয় হয়ে স্বামীর মর্য্যাদা ক্রমশঃ বাড়ায়ে যাবে।
মা বলে বিপদ, লোকে কিবা কবে তোমার পাগলামিতে
প্রচার কর যা, বিপরীত তার করে যাও সব কাজে।
এসব কথাতে ফুল্লির বাপ বাধা নাহি কোন মানে
তেড়ে উঠে বলে, মিশনারী স্কুলে হিন্দি পড়ায় ঠেসে।
জাননাক কিছু সবেতেই কথা, মতামত শুধু আছে।

বিলিয়ার্ড মার্কার

আর মিলবেনা দেখা তার
ক্লাবের মাঝে।

দাঁড়াবেনা পাশে পাশে রেষ্ট হাতে
বিলিয়ার্ড টেবিলে।

বোর্ডে দিবেনা স্কোর লিখে
বিদায় নেবেনা টাইম আপ বলে।

ছিল সে ক্লাবের মার্কার
ভদ্র নম্র ক্ষীণ অতি দেহ
জীবনের দিনগুলি কেটেছিল
অর্দ্ধভুক্ত হয়ে। তবু বেঁধেছিল বুক
দেবতার কৃপা কোন একদিন হবে
পেট ভরে খাবে।

মিটেছিল সেই আশা শুধু কটাদিন তরে
পেয়েছিল কাজ হাতিয়ার কলে।

অন্তরে কি অভিমান ছিল কেবা জানে
তাড়াতাড়ি নিয়েছে বিদায় এ ধরণী হতে।

কোথায় গিয়েছে, কেমন সে আছে
উঠে আজি মনে।
সরল গরীব সাম্পেন রেখে গেছে
স্মৃতি তার আমাদের মাঝে।

মা

আমি মা অবোধ ছেলে দুষ্টু দুরন্ত
ভুলেও স্মরিনা তোরে অবুঝ অশান্ত
চারিদিকে ঘুরি ফিরি যাহা ইচ্ছা তাই করি
কাহারে না ভয় করি তোমারে আশ্রয় ধরি।

আমি যে মানি না ধনী, মানি জ্ঞানী গুণী
চাষা ভূষো হরিজন সবে মোর প্রিয় জন
ছোট বড় মানি নাক বিবেচনা নাহি এত
তাই সবে খড়গ হস্ত হাতে পেলে কেটে খায়।

বিচার বিবেক আমি ফেলে দিছি মার পায়
চলি অনির্দিষ্ট পথে যেথা মোরে নিয়ে যায়
গৃহহীন বন্ধুহীন পথব্রজে দিন যায়
পথে যারে মিলি সেই পাথেয় আমায় দেয়।

আমি যে বিদেশী ছেলে ঘরে যার নাহি ঠাঁই
কালে ভাদ্রে ক্ষণ তরে মায়ে বেটা দেখা হয়
ঘরে সব যা কিছু অন্য ছেলে ভাগ পায়
আমি শুধু অন্তরেতে মাকে কাছে ঘুমে পাই।

মনটি সবুজ ঘোর তরুলতা বন্ধু মোর
নিভৃতে গোপন কথা যত সব কহে যাই
শুধু তারা মাথা নেড়ে দুলে দুলে যেন বলে
এত প্রেম ভাল নয় বিরহে যে হবে ছাই

সাধ

কবি হবার সাধ আমার
হঠাৎ চাপল কাঁধে
এত কি ছাই বুঝেছিনু
কবি হওয়ায় বাঁধে।

লম্বা চুল চাপা দাড়ি
প্রথম হবে দাবি
আড় চোখেতে দেখবে সবে
পাগল প্রেমিক ভাবি।

গিন্নী দেবে খোঁটা সদাই
খেতাব দেবে বাজে
কাজের কাজে লাগল না যে
কবিতা লেখে সে যে।

যা কিছু তাই লিখেই চল
পদ্য গদ্য মিশে
নিজের লেখা পড়েই বিভোর
প্রতি লেখার শেষে।

সারা জীবন জ্বালিয়ে
এখন মনটা উড়ু উড়ু
প্রেম আর প্রেমিক নিয়ে
পদ্য গড়া সুরু।

পঞ্চাশ উর্দ্ধে বয়স এখন
কলম লিখছে ফুঁড়ে
সময় থাকতে পড়া পড়লে
টাকায় ভরত ঘরে।

মিথ্যা এখন স্বপ্ন দেখ
কালো ডাগর নয়ন
রাতের আলো জ্বেলে রাখ
টেক্স লাগে দ্বিগুণ।

আমি বলি রাতের আলোয়
প্রাণের আলোয় মিশি
পদ্য রচে মধুর করি
তৃষ্ণা কাতর নিশি ।

সুতা আমার প্রাণের বীণা
ফুল জীবন গান
আমি কবি মালা গাঁথি
করি তোমায় দান।

তোমার জন্মদিনে

আলের ওপর দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম
অধীর মন
দুধারের ধান ক্ষেতে
হেমন্তের রোদে
শিশির ঢাকা
ধানের শীষগুলোর নাচন দেখে
অচল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ দমকা হাওয়া
চমক দিয়ে
গা ছুঁয়ে জানিযে গেল
আজ তোমার জন্মদিন।

ঘরে সোনা নেই
তাই
শিশির ধোয়া একমুঠো ধান
তোমার জন্য এনেছি
যা
রোদের তাতে সোনা হয়ে গেছে
যেমন
আমি তোমার তাতে
তোমার জন্মদিনে।

কবিতা

মনের কথা বলতে গেনু
শুনল নাক কেউ
প্রাণের গান গাইতে গেনু
শ্রোতারা নেই কেউ।
আহ্লাদে নাচ নেচেই চলি
সমঝদার না পেয়ে
বুকের নিচে বাধল কষে
হতাশ শ্বাস গিয়ে।
হঠাৎ তখন পূবের হাওয়া
বাদল নিয়ে এল
হৃদয় দুয়ার মুক্ত হল
কবিতা লেখা হল।

নয়নের মণি

তুমি মোর নয়নের মণি
প্রথম আদর নাতনী।
আজ গেলে স্কুলে সব খেলা ফেলে
আমি একান্ত একাকিনী
সংগ্রাম শুরু ধাপে পড়া ওঠা
একটি প্রভাত জীবনী।
অম্লান ঝরা ধীরে রূপ নেবে
একটি স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী।
আমি মাটি হব তুমি বেয়ে যাবে
স্পর্শে আমি স্পর্শ মণি।

১৭ই আগষ্ট

আজকে তোমার জন্মদিন
মনে আছে কি
ঘুম ভাঙ্গলে বালিশ তলায়
পাবে কত কি।
পেয়ারা তলায় গেলে পরে
বেল গোলাপ যুঁই
ডাকবে তোমায় এস বস
গল্প জমাই ভাই।
মা বাবা দাদু দিদা আর বন্ধুগণ
দিলেন তোমায় ধন
আমরা ত ভাই পারব নাক
রাখতে তোমার মন।
আমরা দেব গলার মালা
মিষ্টি মুখের সাজ
জীবন ভোর রাখবে মনে
এই আমাদের সাধ।
সন্ধ্যা হলে পার্টি হবে
ফুলের যোগান দেব
সভার মাঝে হট্টগোলে
আমরা নীরব রব।
ভুল না ভাই কাল সকালে
মোদের খেলা সুরু
আশীষ তোমার মাথায় পড়ুক
বুকটা তোমার ভরুক।

কাজরি

সমস্ত আকাশ জুড়ে
সে বেসেছে ভাল
সে দিয়েছে আশা

সমস্ত বুক ছুঁয়ে
সে করেছে প্রেম
বাঁধি বাহু সুকোমল।

অসীম ব্যথা বয়ে
সে গিয়েছে ফিরে
সে নীরব দান।

বেদনার ফুলমালা
সে পরায়ে গলে
সে বিদায় গান।

মিনি

মিনি মিনি মিনি
সত্যি তোমায় চিনি।

সাগর পারে থাকা
দূরত্ব দিয়ে ঢাকা।

চোখের বাহিরে দেখা
মনের কোটায় রাখা।

একটি চুম দিও
দাদুর আশীষ নিও।

নাতি

(১)

এইত ছিল
বিছানা পরে
ভোরের বেলায়
ঘুম চোখে
ছুটে এসে
দাদুর ঘরে
গানটা লাগাও
আদেশ দিয়েই
উধাও হল
কোথায় গেল
এইত ছিল।

(২)

এইত ছিল
টোষ্ট হাতে
গালটি ভরা
হাসি মুখে
দুধের বাটি
অল্প খেয়ে
মায়ের চোখে
ধুলো দিয়ে
পালায় ছুটে
কোথায় গেল
এইত ছিল।

(৩)

এইত ছিল
দাদুর ঘরে
কলম হাতে
কাগজ পরে
মাছের চোখ
মাছের মুখ
আঁকতে ছিল
আপন মনে
আবার কোথায়
উধাও হল
এইত ছিল।

(৪)

এইত ছিল
বুন্নুর সাথে
পেয়ারা তলায়
কেষ্টা যখন
গাছের পরে
পেয়ারা পাড়ে
জবা গাছে
ফুলটি তোলে
হটাৎ আবার
কোথায় গেল
এইত ছিল।

(৫)

এইত ছিল
জলের টবে
তিনটি মগ
একটি হাতে
জলটি ছড়ায়
এদিক ওদিক
মায়ের সাথে
যুদ্ধ চলে
হঠাৎ লাফায়
পালায় ছুটে
এইত ছিল।

(৬)

এইত ছিল
চেয়ার পরে
খাবার থালা
টেবিল পরে
হালুম হুলুম
হাড়টি ধরে
কামড়ে চলে
সিংহ ডাকে
শেয়াল ডাকে
কোথায় গেল
এইত ছিল।

(৭)

এইত ছিল
মায়ের ঘরে
দুপুর বেলায়
বিছানা পরে
ছুট্টে পালায়
দাত্বর ঘরে
গানটা লাগাও
ডুম ডুমা ডুম
তাড়া করে
হেসেই বলে
এইত ছিল।

(৮)

এইত ছিল
জোৎস্না আলোয়
দাত্বর কোলে
চাঁদের সাথে
পথের পরে
ছোটা ছুটি
অট্ট হাসি
মিলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোরে
খাটের পরে
এইত ছিল।

(৯)

এইত ছিল
চাঁদটা আমার
হাসির রাশি
মেঘের কোলে
লুকিয়ে গেল
মনের মাঝে
বেরিয়ে এল
সাগর ঢেউয়ে
বুকের পরে
ঝাঁপিয়ে এল
এইত ছিল।

MOTHER

I offer my all poems and flower
And take shelter in thy bower.
For I find light in thy every move
Like a child finds endless play to choose.

মনে হয়

কবিতা লিখিনা আমি
লেখায় আমাকে
জানি না তাহাকে।

মাটিতে যে স্বর্ণ রাখে
ক্ষেত্রে ধান্য শীষ
হৃদয়ে ধরায় প্রেম
বুঝি তার অবদান।

কবিতা লিখিনা আমি
গাহি তার গান।